

**বেদ** (সংস্কৃত: वेद, "জ্ঞান") হল প্রাচীন ভারতে লিপিবদ্ধ একাধিক গ্রন্থের একটি বৃহৎ সংকলন। ছান্দস্ ভাষায় রচিত বেদই ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এবং সনাতন ধর্মের সর্বপ্রাচীন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।<sup>[৪][৫]</sup> সনাতনরা বেদকে "অপৌরুষেয়" ("পুরুষ বা লোক" দ্বারা কৃত নয়, অলৌকিক)<sup>[৬]</sup> এবং "নৈর্বক্তিক ও রচয়িতা-শূন্য" (যা সাকার নির্গুণ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় এবং যার কোনও রচয়িতা নেই)<sup>[৭][৮][৯]</sup> মনে করেন। আর্য শাস্ত্র অনুযায়ী পরব্রহ্মই সৃষ্টির আদিতে মানব হিতার্থে বেদের জ্ঞান প্রকাশ করেন। সর্বপ্রথম অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা এই চার ঋষি চার বেদের জ্ঞান প্রাপ্ত হন। এবং পরবর্তিতে তাঁরা অন্যান্য ঋষিদের মাঝে সেই জ্ঞান প্রচার করেন এবং অলিপিবদ্ধভাবে পরাম্পরার মাধ্যমে তা সংরক্ষিত হয়ে এসেছে।<sup>[১০][১১]</sup> আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী এই চার ঋষিকে শরীরধারী মানুষ বলেছেন।<sup>[১২]</sup> পুস্তক আকারে প্রাপ্ত বেদ আধুনিক হলেও এর জ্ঞানকে শাস্বত বলে অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেন। পাশ্চাত্যের অনেক গবেষক ভাষাগত রচনাশৈলি, প্রত্নতাত্তিক প্রমাণাদির উপর নির্ভর করে বেদের রচনাকাল ১৫০০ থেকে ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ হিসাবে ধারণা করেন।

বেদকে *শ্রুতি* (যা শ্রুত হয়েছে) সাহিত্যও বলা হয়। কারণ বেদের লিখিত কোনো বই বা পুস্তক আকারে ছিল না। বৈদিক ঋষিরা বেদমন্ত্র মুখে মুখে উচ্চারণ করে তাদের শিষ্যদের শোনাতে, আর শিষ্যরা শুনে শুনেই বেদ অধ্যয়ন করতেন।<sup>[১৩]</sup> এইখানেই সনাতন ধর্মের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলির সঙ্গে বেদের পার্থক্য। সনাতন ধর্মের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিকে বলা হয় *স্মৃতি* (যা স্মরণধৃত হয়েছে) সাহিত্য। সনাতন মহাকাব্য মহাভারতে ব্রহ্মা বেদ প্রাপ্ত হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।<sup>[১৪]</sup> যদিও বৈদিক স্তোত্রগুলিতে বলা হয়েছে, একজন সূত্রধর যেমন নিপুণভাবে রথ নির্মাণ করেন, ঠিক তেমনই ঋষিগণ দক্ষতার সঙ্গে বেদ *গ্রন্থনা* করেছেন।<sup>[১০]</sup>

বেদে মোট মন্ত্র সংখ্যা ২০৩৭৯টি।

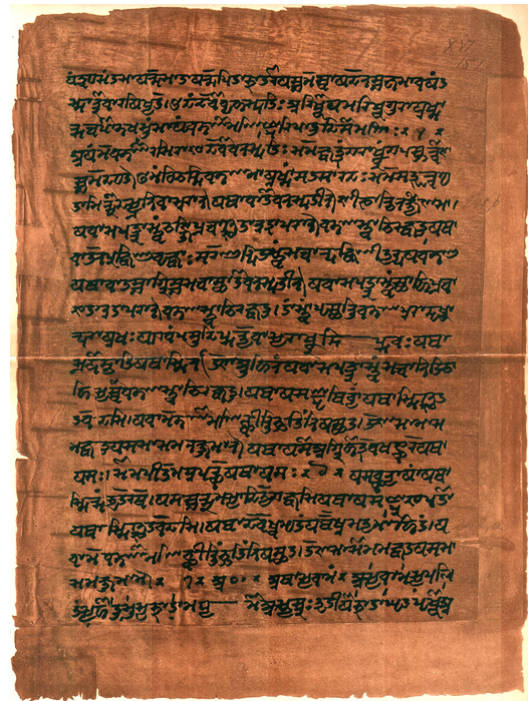
বেদের সংখ্যা চার: ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ।<sup>[১৫][১৬]</sup> প্রত্যেকটি বেদ আবার চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: সংহিতা (মন্ত্র ও আশীর্বচন), ব্রাহ্মণ (ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদির উপর টীকা), আরণ্যক (ধর্মীয় আচার, ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, যজ্ঞ ও প্রতীকী যজ্ঞ) ও উপনিষদ (ধ্যান, দর্শন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সংক্রান্ত আলোচনা)।<sup>[১৫][১৭][১৮]</sup> কোনও কোনও গবেষক উপাসনা (পূজা) নামে একটি পঞ্চম বিভাগের কথাও উল্লেখ করে থাকেন।<sup>[১৯][২০]</sup>

ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা ও সনাতন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় বেদ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে থাকে। ভারতীয় দর্শনের যে সকল শাখা বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করে এবং বেদকেই তাদের শাস্ত্রের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে, সেগুলিকে "আস্তিক" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।<sup>[note ১]</sup> অন্যদিকে ভারতীয় দর্শনের লোকায়াত, চার্বাক, আতীবক, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি অন্যান্য শ্রামণিক শাখায় বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকৃত নয়। এগুলিকে "নাস্তিক" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।<sup>[২১][২২]</sup> মতপার্থক্য থাকলেও শ্রামণিক ধারার গ্রন্থগুলির মতো বেদের বিভিন্ন স্তরের বিভাগগুলিতেও একই চিন্তাভাবনা ও ধারণাগুলি আলোচিত হয়েছে।<sup>[২২]</sup> শ্রীবিষ্ণু প্রণাম মন্ত্র- অশ্বথ বৃক্ষমূলে জল দিয়ে ওঁ অশ্বথ বৃক্ষরূপোহসি মহাদেবেতি বিষ্ণুতঃ। বিষ্ণুরপধরোহসি ত্বং পুণ্যবৃক্ষ নমোহস্তু তে।। ২০. বিশ্বকর্মা প্রণাম মন্ত্র- দেবশিল্পী মহাভাগ দেবানাং কার্যসাধক। বিশ্বকর্মন্নমস্তভ্যং সর্বাভীষ্টফলপ্রদ।। ২১. গায়ত্রী প্রণাম মন্ত্র- ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ।।

## ব্যুৎপত্তি

**বেদ** শব্দটি সংস্কৃত: “**বিদ্**” ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। “বিদ্” ধাতু দ্বারা “জ্ঞানার্থ”, “সত্যার্থ”, “লাভার্থ” ও “বিচারার্থ” এই চার প্রকার অর্থ নির্দেশ করে। “বিদ্” ধাতু করণ এবং অধিকরণ কারকে “ঘঞ্” প্রত্যয় যোগ করলে “বেদ” শব্দ সিদ্ধ হয়ে থাকে। বেদ শব্দটি মুখ্য ও গৌণ দুই অর্থ হয়ে থাকে। মুখ্যার্থ-জ্ঞানরাশি; আর গৌণার্থ-শব্দরাশি। বৈদিক জ্ঞানরাশি আত্মপ্রকাশ করে বৈদিক শব্দরাশির সাহায্যে। বেদগ্রন্থকে শব্দব্রহ্ম (বেদগ্রন্থ অনন্তপুরুষ পরব্রহ্মের বাগ্ময়ী মূর্তি) বলা হয়। বেদ শ্রুতি, ত্রীবিদ্যা বা ত্রী, নিগম, ছন্দস্ ইত্যাদি নামে পরিচিত।

বেদ	
<span></span> <div>চতুর্বেদ</div>	
তথ্য	
ধর্ম	হিন্দুধর্ম
ভাষা	বৈদিক সংস্কৃত
যুগ	আনু. ১৫০০–১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (ঋগ্বেদ), <sup>[১]</sup> আনু. ১২০০–৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ) <sup>[১][২]</sup>
শ্লোক	২০,৩৭৯টি মন্ত্র <sup>[৩]</sup>



অথর্ববেদের একটি পৃষ্ঠা

- **ঋতি:** “ঋ” ধাতু শ্রবণ অর্থ বাচক, এতে করণ কারকে “ক্তিন্” প্রত্যয় যোগ করিলে ঋতি পদ সিদ্ধ হয়। বেদ লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে বৈদিক ঋষিরা বেদমন্ত্র মুখে মুখে উচ্চারণ করে তাদের শিষ্যদের শোনাতে, আর শিষ্যরা শুনে শুনে তা আয়ত্ত করতেন বলে এর নাম ঋতিশাস্ত্র হয়।<sup>[১৩][২৪]</sup>
- **হান্দস্:** পাণিনি ব্যাকরণসূত্রে বেদ ও বৈদিক সংস্কৃতকে হান্দস্ শব্দ দ্বারা লক্ষিত করেছেন।<sup>[২৪]</sup>
- **ত্রয়ী:** বেদকে অনেক স্থানে ‘ত্রয়ী বিদ্যা’ বা ‘ত্রয়ী’ বলা হয়। ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এই তিন বেদ একত্রে ‘ত্রয়ী’ নামে পরিচিত। অনেকের মতে অথর্ববেদও এই ‘ত্রয়ীর’ অংশ। জৈমিনি ঋষি ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন প্রকার মন্ত্রের লক্ষণগুলো নির্দেশ করেছেন। বেদের যে মন্ত্রগুলোতে অর্থানুসারে হন্দঃ ও পাদব্যবস্থা আছে, সেগুলো ‘ঋক্’, যেগুলো গীতিযুক্ত তা ‘সাম’ এবং ‘ঋক্’ ও ‘সাম’ ব্যাতিত অন্যান্য মন্ত্রসমূহকে ‘যজুঃ’ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অথর্ববেদের মন্ত্রসমূহ ঋক্ ও যজুঃ মন্ত্রের লক্ষণযুক্ত বলে একে ত্রয়ীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।<sup>[২৪]</sup>
- **নিগম:** নি-গম্+অল্=নিগম। নিগম অর্থ, যে শাস্ত্র পাঠে সাধককে নিশ্চিতরূপে ঈশ্বরের কাছে গমন করায়।

## বেদের বিভাজন

কাত্যায়ণের মতে বেদের মূলত দুটি অংশ—**মন্ত্র** ও **ব্রাহ্মণ**। মন্ত্র ভাগকে ‘সংহিতা’-ও বলা হয়। সংহিতাগুলো যথাক্রমে ঋগ্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা, যজুর্বেদ সংহিতা এবং অথর্ববেদ সংহিতা। মন্ত্রাংশ গদ্য, পদ্য ও গীতিতে রচিত। এটাই বেদের প্রধান অংশ। ব্রাহ্মণ অংশের দুটি ভাগ—**আরণ্যক** ও **উপনিষদ**। ব্রাহ্মণের অন্তিম অংশ আরণ্যক এবং আরণ্যকের অন্তিম অংশ হচ্ছে উপনিষদ।

আবার বেদকে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড দুটি বিভাগে পৃথক করা হয়েছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থ যজ্ঞক্রিয়ার বর্ণনা থাকায় তা কর্মকাণ্ডের অংশ। অপরদিকে আরণ্যক ও উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ডের অংশ।

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে কেবল মন্ত্রভাগ সংহিতাই হচ্ছে বেদ। তিনি ব্রাহ্মণ অংশকে বেদ বলে স্বীকৃতি দেননি। এর কারণ হিসেবে তিনি পতঞ্জলির মতকে উদ্ধৃত করেছেন, ব্রাহ্মণ অংশ ঋষিপ্রণীত যা বেদের ব্যাখ্যার বর্ণনা হয়েছে।<sup>[২৫]</sup> অন্যদিকে মন্ত্রাংশ কেবল ঈশ্বরপ্রণীত।<sup>[২৬]</sup>

## সংহিতা

বেদের প্রাচীনতম অংশটিকে ‘সংহিতা’ বলা হয় যা হিন্দু সমাজে আজও প্রচলিত।<sup>[২৭]</sup> সংহিতার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, “একত্রিত, মিলিত, যুক্ত” এবং “নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও নিয়ম অনুসারে একত্রিত গ্রন্থ বা মন্ত্র-সংকলন”।<sup>[২৮][২৯]</sup> “ঋক্ সংহিতা”, “যজুঃ সংহিতা”, “সামসংহিতা,” এবং “অথর্বসংহিতা” এই চারটি সংহিতা বা মন্ত্র সংকলন রয়েছে। এতে রয়েছে মন্ত্র, স্তোত্র, স্তব, স্তুতি, প্রার্থনা, ও আশীর্বচনের সংকলন।<sup>[২৭]</sup> এর মধ্যে প্রথম তিনটি ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্মের যজ্ঞ অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত:

- ঋগ্বেদ অংশে হোতার বা প্রধান পুরোহিত কর্তৃক পঠিত মন্ত্র সংকলিত হয়েছে;
- যজুর্বেদ অংশে অধ্বর্য বা অনুষ্ঠাতা পুরোহিত কর্তৃক পঠিত মন্ত্র সংকলিত হয়েছে;
- সামবেদ অংশে উদ্যাতার বা মন্ত্রপাঠক পুরোহিত কর্তৃক গীত স্তোত্রগুলি সংকলিত হয়েছে;
- অথর্ববেদ অংশে মারণ, উচাটন, বশীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রগুলি সংকলিত হয়েছে।<sup>[৩৬]</sup>

পৌরাণিক সাহিত্য ও কিংবদন্তি অনুসারে, অথগু বেদের বিভাগকর্তা ছিলেন বেদব্যাস।<sup>[৩০][৩১][৩২]</sup> দ্বাপর যুগে মানুষের বয়স, গুণ ও বোধশক্তির অধঃপতনের জন্য তিনি বেদকে চারটি (মতান্তরে তিনটি) ভাগে ভাগ করেন। এর জন্য তার নাম হয় বেদব্যাস। এই ভাগগুলিকে তিনি অসংখ্য শাখায় বিভক্ত করেছিলেন। ভাগবত পুরাণের অন্য একটি কাহিনি অনুসারে, ত্রেতা যুগের সূচনায় রাজা পুরুরবা আদি বেদকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন।<sup>[৩৩]</sup>

## ঋগ্বেদ সংহিতা

ঋগ্বেদ হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীনতম বেদ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ জীবিত ভারতীয় লেখা। এই গ্রন্থটি মূলত ১০টি মণ্ডলে (সংস্কৃত: मण्डल) বিভক্ত যা ১,০২৮টি বৈদিক সংস্কৃত সূক্তের সমন্বয়। ঋগ্বেদে মোট ১০,৫৫২টি ‘ঋক্’ বা ‘মন্ত্র’ রয়েছে।<sup>[৩৪][৩৫][৩৬]</sup> ‘ঋক্’ বা স্তুতি গানের সংকলন হল ঋগ্বেদ সংহিতা।

ঈশ্বর, দেবতা ও প্রকৃতি বিষয়ক আলোচনা ঋগ্বেদে প্রাধান্য পেয়েছে। ঋগ্বেদের সংকলনকাল খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ - ১১০০ অব্দ।

## যজুর্বেদ সংহিতা

যজুর্বেদ হল গদ্য মন্ত্রসমূহের বেদ।<sup>[৩৭]</sup> যজুর্বেদ বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। যজ্ঞের আগুনে পুরোহিতের আহুতি দেওয়ার ও ব্যক্তিবিশেষের পালনীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলির পদ্ধতি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।<sup>[৩৭]</sup> যজুর্বেদ হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ বেদের একটি ভাগ। ঠিক কোন শতাব্দীতে যজুর্বেদ সংকলিত হয়েছিল, তা জানা যায় না। তবে গবেষকদের মতে, আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১১০০ - ৮০০ অব্দে যজুর্বেদ সংকলিত হয়েছে।

## সামবেদ সংহিতা

সামবেদ হল সংগীত ও মন্ত্রের বেদ।<sup>[৩৮]</sup> সামবেদ হিন্দুধর্মের সর্বপ্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদের তৃতীয় অংশ। এটি বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সামবেদে ১,৮৭৫টি মন্ত্র বা ঋচা রয়েছে।<sup>[৩৯]</sup> এই মন্ত্রগুলোর সাথে বেদের প্রথম ভাগ ঋগ্বেদের মন্ত্রের অনেক মিল রয়েছে।<sup>[৪০][৪১]</sup> এটি একটি প্রার্থনামূলক ধর্মগ্রন্থ। বর্তমানে সামবেদের তিনটি শাখার অস্তিত্ব রয়েছে। এই বেদের একাধিক পাণ্ডুলিপি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।<sup>[৪২][৪৩]</sup>

গবেষকেরা সামবেদের আদি অংশটিকে ঋগ্বেদিক যুগের সমসাময়িক বলে মনে করেন। তবে এই বেদের যে অংশটির অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত রয়েছে, সেটি বৈদিক সংস্কৃত ভাষার পরবর্তী-ঋগ্বেদিক মন্ত্র পর্যায়ে রচিত। এই অংশের সংকলনকাল খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ - ৮০০ অব্দ।

## অথর্ববেদ সংহিতা

অথর্ববেদ হল হিন্দুধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ বেদের চতুর্থ ভাগ। ‘অথর্ববেদ’ শব্দটি সংস্কৃত ‘অথর্বণ’ (দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী) ও ‘বেদ’ (জ্ঞান) শব্দ-দুটির সমষ্টি।<sup>[৪৪]</sup> অথর্ববেদ বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তীকালীন সংযোজন।<sup>[৪৫][৪৬]</sup> অথর্ববেদ বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ২০টি খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে ৭৩০টি স্তোত্র ও ৫৯৭৭টি মন্ত্র আছে।<sup>[৪৭]</sup> অথর্ববেদের এক-ষষ্ঠাংশ স্তোত্র ঋগ্বেদ থেকে সংকলিত। ১৫শ ও ১৬শ খণ্ড ব্যতীত এই গ্রন্থের স্তোত্রগুলি নানাপ্রকার বৈদিক ছন্দে রচিত।<sup>[৪৭]</sup> এই গ্রন্থের দুটি পৃথক শাখা রয়েছে। এগুলি হল পৈশ্বলাদ ও শৌনকীয়। এই শাখাদুটি আজও বর্তমান।<sup>[৪৮]</sup> মনে করা হয় যে, পৈশ্বলাদ শাখার নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপিগুলি হারিয়ে গিয়েছে। তবে ১৯৫৭ সালে ওড়িশা থেকে একগুচ্ছ সুসংরক্ষিত তালপাতার পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়।<sup>[৪৮]</sup> খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ - ৮০০ অব্দে অথর্ববেদ সংকলিত হয়।

## ব্রাহ্মণ

বেদের এই অংশে মন্ত্রাংশের বিবিধ আলোচনা ও যজ্ঞে তার ব্যবহার তথা যজ্ঞ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ, মন্ত্রের যাগে বিনিয়োগ, শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ছন্দবিষয়ক আলোচনা এবং ইতিহাস পুরাকীর্তি যজ্ঞফলনিষ্ঠ আলোচনা হয়েছে। এই অংশটি গদ্যে রচিত।

## আরণ্যক

আরণ্যক হচ্ছে ব্রাহ্মণেরই অংশ। এটি অরণ্যে বাসকারী তপস্বীদের পাঠ্য। আরণ্যক হতে বেদের জ্ঞান অংশের আলোচনা শুরু হয়েছে। এতে রয়েছে আত্মোপলব্ধির জন্য ধ্যান ও উপাসনার বর্ণনা। ব্রাহ্মণের মতো আরণ্যকও গদ্যে রচিত।

## উপনিষদ

উপনিষদ হিন্দুধর্মের এক বিশেষ ধরনের ধর্মগ্রন্থের সমষ্টি। এই বইগুলিতে হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তিটি আলোচিত হয়েছে। উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত। ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, উপনিষদগুলিতে সর্বোচ্চ সত্য স্রষ্টা বা ব্রহ্মের প্রকৃতি এবং মানুষের মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে। উপনিষদগুলি মূলত বেদ-পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক অংশের শেষ অংশে পাওয়া যায়। এগুলি প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।

## বেদাঙ্গ

বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও উপনিষদ যথরীতি পাঠের জন্য এবং তাদের অর্থবোধ এবং বিনিয়োগ সহায়ক অঙ্গ হচ্ছে বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ ৬টি। একে ষড়ভঙ্গ বা বেদের ছয় অঙ্গ স্বরূপ বলা হয়। এই ষড় বেদাঙ্গগুলো হলো:<sup>[৪৯]</sup>

১. শিক্ষা: সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিদ্যা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।<sup>[৫০][৫১]</sup>

2. **হ্রস্ব:** পংক্তির পঠনছন্দ বিষয়ক।
3. **ব্যাকরণ:** ভাষার পদ বিশ্লেষণ-সংকলন।<sup>[৫২][৫৩][৫৪]</sup>
4. **নিরুক্ত:** বেদের সংস্কৃত শব্দরাশি সংগৃহ ও যথাযথ ব্যাখ্যা হয়েছে।<sup>[৫৫]</sup>
5. **কল্প:** ষ্রীত ও শূল্য (পরিমিতি ও জ্যামিতি)।
6. **জ্যোতিষ:** যজ্ঞাদির জ্যোতির্জ্ঞাননির্ভর কাল পরিমাপন।

## বেদের মৌখিক সংরক্ষণ পদ্ধতি

লিপিবদ্ধভাবে সংরক্ষণের নিয়ম প্রচলনের পূর্বে বৈদিক ঋষিরা বেদমন্ত্র মুখে মুখে উচ্চারণ করে তাদের শিষ্যদের শোনাতেন, আর শিষ্যরা শুনে শুনে তা আয়ত্ত করতেন।<sup>[১৩][২৪]</sup> বেদের মৌখিক সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রে কোনোপ্রকার প্রক্ষিপ্ত অংশ বা বিকার প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য প্রাচীন ঋষিগণ বিবিধ উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। মৌখিক সংরক্ষণের উপায়গুলোকে জাতিসংঘের সাংস্কৃতিক সংস্থা, ইউনেস্কো, আনুষ্ঠানিকভাবে মৌখিক ইতিহাসের বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।<sup>[৫৬][৫৭]</sup>

ঋগ্বেদের মন্ত্র সংরক্ষণের জন্য সর্বমোট ১১ প্রকার পাঠ পদ্ধতি রয়েছে। এর মধ্যে ৩টিকে প্রকৃতিপাঠ ও ৮টিকে বিকৃতিপাঠ বলা হয়। সংহিতাপাঠ, পদপাঠ, ক্রমপাঠ এই তিনটি হচ্ছে প্রকৃতিপাঠ। জটা, মালা, শিখা, লেখা, ধ্বজ, দণ্ড, রথ এবং ঘন এই ৮টি হচ্ছে বিকৃতিপাঠ। প্রকৃতিপাঠের মাঝে সংহিতাপাঠ ও পদপাঠ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এবং বিকৃতিপাঠের মাঝে জটাপাঠ ও দণ্ডপাঠ গুরুত্বপূর্ণ। আর ঘনপাঠের উৎস জটাপাঠ ও দণ্ডপাঠ উভয়ই।<sup>[২৪][৫৮]</sup> ঋগ্বেদ ১।১।১ মন্ত্রটির কয়েকটি পাঠ:

### সংহিতাপাঠ

সংহিতাপাঠ হচ্ছে মন্ত্রের স্বাভাবিক পাঠ, অর্থাৎ বেদের সংহিতাভাগে মন্ত্র যেভাবে সন্ধিযুক্ত সমাসবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ আছে সেভাবে পাঠ করাই সংহিতা পাঠ। যথা:-

অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং  
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।  
হোতারং রত্নধাতমম্

### পদপাঠ

একটি ঋকের প্রত্যেকটি পদ বা শব্দ স্বতন্ত্ররূপে সন্ধিবিচ্ছেদ করে ও সমাসবদ্ধ পদকে ব্যস্ত করে দেখানো হয়েছে। যথা:-

অগ্নিম্ | ঈড়ে | পুরঃ S হিতম্ |  
যজ্ঞস্য | দেবম্ | ঋত্বিজম্ |  
হোতারম্ | রত্ন S ধাতমম্ |

### ঘনপাঠ

এতে প্রথম চারটি পদ দুটি দুটি করে পাঠ করতে হয়; এরপর তিনটি করে পদ যথাক্রমে বিপরীতক্রমে ও বিপর্যস্তভাবে উচ্চারণ করতে হয়। যথা:-

অগ্নিম্ ঈড়ে | ঈড়ে অগ্নিম্ | অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্ |  
পুরোহিতম্ ঈড়ে অগ্নিম্ | অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্ |  
ঈড়ে পুরোহিতম্ | পুরোহিতম্ ঈড়ে | পুরোহিতং যজ্ঞস্য |  
যজ্ঞস্য পুরোহিতম্ ঈড়ে | ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য | ...

## বেদ ভাষ্যকার

## বেদের রচনাকাল

হিন্দু বিশ্বাসিদের মতে বেদ অপৌরুষেয় এবং নিত্য।<sup>[৬][৭][৮]</sup> কোনো একটি বিশেষ যুগে বেদ প্রকাশিত হয়েছিল, এ কথা তারা স্বীকার করে না। অর্থাৎ বেদের উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। সকল সময়ই বেদের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় পণ্ডিতরা বেদকে ঋষিপ্রণীত বলে মনে করেন এবং বেদের উৎপত্তিকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য, বেদের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত নয়।

তবে বিভিন্ন ব্যক্তির মত হতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, বেদের সংহিতা ভাগের সূচনা ৬০০০ খ্রিস্টপূর্ব; ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের সূচনা ৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব; উপনিষদের সূচনা ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব হয়েছিল। এবং এর শেষ হয়েছিল ১০০০ খ্রিস্টপূর্ব। এগুলোর মাঝে ঋগ্বেদ সংহিতা হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন।<sup>[২৪]</sup> বেদের কাল নির্ণয়ের জন্য জ্যোতিষতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব ও প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে।

বৈদিক শাস্ত্রের রচনাকাল নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিদের অভিমত

বাল গঙ্গাধর তিলক <sup>[৫৯][৬০]</sup>	<b>প্রাচীন সংহিতা:</b> খ্রিস্টপূর্ব ৬০০০-৪০০০ পর্যন্ত। <b>পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ:</b> খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০-২৫০০ পর্যন্ত। <b>ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ:</b> খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০-১৪০০ পর্যন্ত।
যাকোবি (Jacobi)	<b>সংহিতা:</b> খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০ -এর পূর্ববর্তী।
কামেশ্বর আয়ার	<b>ব্রাহ্মণ:</b> খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০-২০০০ পর্যন্ত।
রাধাকৃষ্ণন	<b>উপনিষদসূহ:</b> ১৪০০ খ্রিস্টপূর্ব।
কেটকার (V. B. Ketkar)	<b>সংহিতা:</b> ৪৬৫০-এর পূর্ববর্তী। <b>আরেকটি মতে ঋগ্বেদ:</b> ৭৫০০-এর পূর্ববর্তী।
ক্লমফিল্ড	<b>বৈদিক যুগের প্রারম্ভকাল:</b> ৪৫০০ খ্রিস্টপূর্ব।
ড. বুলার	<b>বৈদিক যুগ:</b> খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০-এর পূর্বে।
অধ্যাপক বৈদ্য (C. V. Vaidya)	<b>বৈদিক যুগ:</b> খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০-৮০০ পর্যন্ত।
কাকাসু ওকাকুরা (Kakasu Okakura) <sup>[৬১]</sup>	<b>বৈদিক যুগ:</b> খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০-৭০০ পর্যন্ত। <b>উপনিষদ:</b> খ্রিস্টপূর্ব ২০০০-৭০০ পর্যন্ত।
অবিনাশ চন্দ্র দাস <sup>[৬২]</sup>	<b>ঋগ্বেদ:</b> খ্রিস্টপূর্ব ৭৫০০ পূর্ববর্তী।

## বেদের বিষয়

চার বেদে বিজ্ঞান, যজ্ঞকর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই চারটি বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদে দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি অর্থাৎ গুণ প্রকাশ করা হয়েছে। যজুর্বেদে যজ্ঞকর্মের দ্বারা দেবপূজা করা হয়েছে। সামবেদ ভক্তি বা উপাসনা কণ্ঠের গ্রন্থ। এবং অথর্ববেদে রয়েছে ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান ও দৌদুল্যমান বা সংশয়ের সমাপ্তি বাচক জ্ঞান। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ মূলত বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা। এটি গদ্যে রচিত এবং প্রধানত কর্মাশ্রয়ী। আরণ্যক কর্ম-জ্ঞান উভয়াশ্রয়ী এবং উপনিষদ্ বা বেদান্ত সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানাশ্রয়ী।

বেদের বিষয়বস্তু সাধারণভাবে দুই ভাগে বিভক্ত কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে আছে বিভিন্ন দেবদেবী ও যাগযজ্ঞের বর্ণনা এবং জ্ঞানকাণ্ডে আছে ব্রহ্মের কথা। কোন দেবতার যজ্ঞ কখন কিভাবে করণীয়, কোন দেবতার কাছে কি কাম্য, কোন যজ্ঞের কি ফল ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের আলোচ্য বিষয়। আর ব্রহ্মের স্বরূপ কি, জগতের সৃষ্টি কিভাবে, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক কি এসব আলোচিত হয়েছে জ্ঞানকাণ্ডে। জ্ঞানকাণ্ডই বেদের সারাংশ। এখানে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, তারই বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ বিভিন্ন দেবতা। জ্ঞানকাণ্ডের এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শনচিন্তার চরম রূপ উপনিষদের বিকাশ ঘটেছে।

এসব ছাড়া বেদে অনেক সামাজিক বিধিবিধান, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, চিকিৎসা ইত্যাদির কথাও আছে। এমনকি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথাও আছে। বেদের এই সামাজিক বিধান অনুযায়ী সনাতন হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম রূপ লাভ করেছে। হিন্দুদের বিবাহ, অন্তেষ্টিক্রিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে এখনও বৈদিক রীতিনীতি যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়। ঋগ্বেদ থেকে তৎকালীন নারীশিক্ষা তথা সমাজের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। অথর্ববেদ থেকে পাওয়া যায় তৎকালীন চিকিৎসাবিদ্যার একটি বিস্তারিত বিবরণ। এসব কারণে বেদকে শুধু ধর্মগ্রন্থ হিসেবেই নয়, প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য ও ইতিহাসের একটি দলিল হিসেবেও গণ্য করা হয়।

কোনো কোনো বৈদিক মন্ত্র আধুনিক কালে প্রার্থনা সভা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে পাঠ করা হয়ে থাকে।

## হিন্দুধর্মে বেদের প্রভাব

হিন্দুধৰ্মৰ অন্যান্য সকল শাস্ত্ৰ বেদ হতে উদ্ভূত এবং বেদই এসব শাস্ত্ৰসমূহৰ পৰম প্ৰমাণ। হিন্দু বিশ্বাসীদেৱ মতে, ঋষিগণ অতীন্দ্ৰিয় উপলব্ধিৰ দ্বাৰা বেদেৰ জ্ঞান আহৰণ কৰেছিল। তাই বেদেৰ সাত্ৰে অন্য কোনো শাস্ত্ৰেৰ বৈষম্য ঘটলে বেদেৰ সিদ্ধান্তই প্ৰামাণিক বিবেচিত হয় এবং বেদ বিৰুদ্ধ কোনো মতবাদ হিন্দুধৰ্মেৰ সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হয় না। হিন্দুধৰ্মেৰ সমস্ত বিশ্বাসেৰ মূলে রয়েছে এই বেদ চতুৰ্থয়। হিন্দু আন্তিক্য দৰ্শন বেদেৰ বিশ্বাসেৰ উপৰ ভিত্তি কৰে গড়ে উঠেছে। ষড়দৰ্শন বেদেৰ বক্তব্যকে প্ৰামাণিক বলে সমৰ্থন কৰে বলে ষড়দৰ্শন হচ্ছে আন্তিক্যবাদী দৰ্শন।

## সমালোচনা

হিন্দুধৰ্মীয় বহু বিশ্লেষকদেৰ মতে, হিন্দুধৰ্ম সমসাময়িক সকল ধৰ্মেৰ উপাদানকে নিজেদেৰ মধ্যে আত্মস্থ কৰে থাকে<sup>[৬৩]</sup> এবং হিন্দুধৰ্মেৰ বেদ, পুৰাণ সহ বহু ধৰ্মগ্ৰন্থে বৌদ্ধধৰ্ম, জৈনধৰ্ম ও শিখধৰ্মেৰ উপাদান রয়েছে এবং তা উল্লেখযোগ্য পৰিমাণে গ্ৰিক ধৰ্ম ও জৰাথুষ্ট্ৰবাদেৰ জেন্দাবেস্তা নামক ধৰ্মগ্ৰন্থ হতে ধৰ্মীয় উপাদান গ্ৰহণ কৰেছে, যেমনঃ অহুৰ থেকে অসুৰ, দায়েব থেকে দেব, অহুৰ মাজদা থেকে একেশ্বৰবাদ, বৰুণ, বিষু ও গৰুদ, অগ্নিপূজা, হোম নামক পানীয় থেকে সোম নামক স্বৰ্গীয় সুধা, ভাৰতীয় ও পাৰসিকদেৰ বাকযুদ্ধ থেকে দেবাসুৰেৰ যুদ্ধ, আৰ্য থেকে আৰ্য, মিত্ৰদেব, দিয়াউসপিত্ৰ দেব (বৃহস্পতি দেব), Yasna থেকে Yajna বা যজ্ঞ, নাৰীয়সঙ্ঘ থেকে নৱাংশংস(মানুষেৰ মাৰ্কে প্ৰশংসিত জন) , অন্ধ থেকে ইন্দ্ৰ, গান্ধাৰেওয়া থেকে গন্ধৰ্ব, বজ্ৰ, বায়ু, মন্ত্ৰ, যম, আহুতি, হুমাতা থেকে সুমতি ইত্যাদি।<sup>[৬৪][৬৫]</sup>

কিন্তু বহু বিশ্লেষক এই দাবি প্ৰত্যাখ্যান কৰেন। বেদেৰ সময়কাল, এসব ধৰ্মেৰ সময়কাল অপেক্ষা প্ৰাচীন। এৰ সময়কাল হিসেবে আনুমানিক ১৫০০থেকে ১২০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত হয়েছে। জেন্দাবেস্তা ঋগ্বেদেৰ সমসাময়িক হলেও এটি ঋগ্বেদে হতে পৰে ৰচিত হয়েছে। বৌদ্ধধৰ্ম খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৬ষ্ঠ ও ৪ৰ্থ শতাব্দীৰ মাঝমাঝি সময়ে প্ৰাচীন ভাৰতে উৎপত্তিলাভ কৰে।

## আৰও দেখুন

- ধৰ্মগ্ৰন্থ
- পুৰাণ
- গীতা
- ৰামায়ণ
- মহাভাৰত
- ত্ৰিপিটক
- কুৰআন
- বাইবেল
- তাওৰাত

## তথ্যসূত্ৰ

- Witzel 2003, পৃ. ৬৯
- Flood 1996, পৃ. 37।
- "Construction of the Vedas" ([https://web.archive.org/web/20210717035126/https://sites.google.com/a/vedicgranth.org/www/what\\_are\\_vedic\\_granth/the-four-veda/interpretation-and-more/construction-of-the-vedas?mobile=true](https://web.archive.org/web/20210717035126/https://sites.google.com/a/vedicgranth.org/www/what_are_vedic_granth/the-four-veda/interpretation-and-more/construction-of-the-vedas?mobile=true))। *VedicGranth.Org*। ১৭ জুলাই ২০২১ তাৰিখে মূল ([https://sites.google.com/a/vedicgranth.org/www/what\\_are\\_vedic\\_granth/the-four-veda/interpretation-and-more/construction-of-the-vedas?mobile=true](https://sites.google.com/a/vedicgranth.org/www/what_are_vedic_granth/the-four-veda/interpretation-and-more/construction-of-the-vedas?mobile=true)) থেকে আৰ্কাইভ কৰা। সংগ্ৰহেৰ তাৰিখ ৩ জুলাই ২০২০।
- see e.g. Radhakrishnan ও Moore 1957, পৃ. 3; Witzel, Michael, "Vedas and *Upaniṣads*", in: Flood 2003, পৃ. 68; MacDonell 2004, পৃ. 29–39; *Sanskrit literature* (2003) in Philip's Encyclopedia. Accessed 2007-08-09
- Sanujit Ghose (2011). "Religious Developments in Ancient India (<http://www.ancient.eu.com/article/230/>)" in *Ancient History Encyclopedia*.
- Vaman Shivaram Apte, *The Practical Sanskrit-English Dictionary* (<http://www.aa.tufs.ac.jp/~tjun/sktdic/>) ওয়েব্যাক মেশিনে আৰ্কাইভকৃত (<https://web.archive.org/web/20150515160048/http://www.aa.tufs.ac.jp/~tjun/sktdic/>) ১৫ মে ২০১৫ তাৰিখে, see apauruSeya
- D Sharma, *Classical Indian Philosophy: A Reader*, Columbia University Press, ISBN , pages 196-197



8. Jan Westerhoff (2009), Nagarjuna's Madhyamaka: A Philosophical Introduction, Oxford University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০১৯৫৩৮৪৯৬৩, page 290
9. Warren Lee Todd (2013), The Ethics of Śāṅkara and Śāntideva: A Selfless Response to an Illusory World, আইএসবিএন ৯৭৮-১৪০৯৪৬৬৮১৯, page 128
10. Hartmut Scharfe (2002), Handbook of Oriental Studies, BRILL Academic, আইএসবিএন ৯৭৮-৯০০৪১২৫৫৬৮, pages 13-14
11. Sheldon Pollock (2011), Boundaries, Dynamics and Construction of Traditions in South Asia (Editor: Federico Squarcini), Anthem, আইএসবিএন ৯৭৮-০৮৫৭২৮৪৩০৩, pages 41-58
12. ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা, দয়ানন্দ সরস্বতী, বেদোৎপত্তিবিষয়ঃ।
13. Apte 1965, পৃ. 887
14. Seer of the Fifth Veda: Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa in the Mahābhārata ([https://books.google.com/books?id=8XO3Im3OMi8C&pg=PA86&dq=brahma+created+vedas&hl=en&sa=X&ei=W\\_MZUt71GMXJrAecvoCoCg&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com/books?id=8XO3Im3OMi8C&pg=PA86&dq=brahma+created+vedas&hl=en&sa=X&ei=W_MZUt71GMXJrAecvoCoCg&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q&f=false)) Bruce M. Sullivan, Motilal Banarsidass, pages 85-86
15. Gavin Flood (1996), An Introduction to Hinduism, Cambridge University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৫২১৪৩৮৭৮০, pages 35-39
16. Bloomfield, M. The Atharvaveda and the Gopatha-Brahmana, (Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde II.1.b.) Strassburg 1899; Gonda, J. A history of Indian literature: I.1 Vedic literature (Samhitas and Brahmanas); I.2 The Ritual Sutras. Wiesbaden 1975, 1977
17. A Bhattacharya (2006), Hindu Dharma: Introduction to Scriptures and Theology, আইএসবিএন ৯৭৮-০৫৯৫৩৮৪৫৫৬, pages 8-14; George M. Williams (2003), Handbook of Hindu Mythology, Oxford University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০১৯৫৩৩২৬১২, page 285
18. Jan Gonda (1975), Vedic Literature: (Saṃhitās and Brāhmaṇas), Otto Harrassowitz Verlag, আইএসবিএন ৯৭৮-৩৪৪৭০১৬০৩২
19. A Bhattacharya (2006), Hindu Dharma: Introduction to Scriptures and Theology, আইএসবিএন ৯৭৮-০৫৯৫৩৮৪৫৫৬, pages 8-14
20. Barbara A. Holdrege (1995), Veda and Torah: Transcending the Textuality of Scripture, State University of New York Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৭৯১৪১৬৪০২, pages 351-357
21. Elisa Freschi (2012), Duty, Language and Exegesis in Prabhakara Mimamsa, BRILL, আইএসবিএন ৯৭৮-৯০০৪২২৬০১, page 62
22. Flood 1996, পৃ. 82
23. "astika" (<http://www.britannica.com/topic/astika>) and "nastika" (<http://www.britannica.com/topic/nastika>). *Encyclopædia Britannica Online*, 20 Apr. 2016
24. বেদের পরিচয় - ডঃ যোগীরাজ বসু (এম. এ. (ট্রিপল), পি.এইচ.ডি.; প্রধান অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগ, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়); প্রকাশক: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।
25. মহাভাষ্য ৫।১।১
26. বেদ ও স্বামী দয়ানন্দ - অধ্যাপক উমাকান্ত উপাধ্যায়
27. Lochtefeld, James G. "Samhita" in The Illustrated Encyclopedia of Hinduism, Vol. 2: N-Z, Rosen Publishing, আইএসবিএন ০-৮২৩৯-২২৮৭-১, page 587
28. saMhita (<http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/scans/MWScan/tamil/index.html>), Monier-Williams' Sanskrit-English Dictionary, Cologne Digital Sanskrit Lexicon, Germany
29. samhita (<http://spokensanskrit.de/index.php?script=HK&beginning=0+&input=+samhita&trans=Translate&direction=AU>) Sanskrit-English Dictionary, Koeln University, Germany
30. ভাগবত পুরাণ ১২।৬।৩৭, ৪৯, ৫০ বিষ্ণুপুরাণ ৩।২।১৮, ৩।৩।৪
31. বায়ুপুরাণ অংশ ৬০
32. Horace Hayman Wilson (trans) (১৮৪০)। "Ch IV"। *Vishnu Purana* (<http://www.sacred-texts.com/hin/vp/vp078.htm>)।
33. ভগবত পুরাণ ৯।১৪।৪৩
34. Riksarvanukramani Commentator Jagannath
35. Charanvyuh Commentator Mahidas
36. <http://agniveer.com/mantras-rigveda/>
37. Michael Witzel (2003), "Vedas and Upaniṣads", in The Blackwell Companion to Hinduism (Editor: Gavin Flood), Blackwell, আইএসবিএন ০-৬৩১২১৫৩৫২, pages 76-77

38. Frits Staal (2009), *Discovering the Vedas: Origins, Mantras, Rituals, Insights*, Penguin, আইএসবিএন ৯৭৮-০১৪৩০৯৯৮৬৪, pages 107-112
39. *সামবেদ-সংহিতা*, অনুবাদ ও সম্পাদনা: পরিতোষ ঠাকুর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, গ্রন্থকারের নিবেদন, পৃঃ ৬
40. Michael Witzel (1997), "The Development of the Vedic Canon and its Schools : The Social and Political Milieu (<http://www.people.fas.harvard.edu/~witzel/canon.pdf>)" in *Inside the Texts, Beyond the Texts: New Approaches to the Study of the Vedas*, Harvard University Press, pages = 269-270
41. Axel Michaels (2004), *Hinduism: Past and Present*, Princeton University Press, আইএসবিএন ০-৬৯১-০৮৯৫৩-১, page 51
42. Griffith, R. T. H. *The Sāmaveda Samhitā*, আইএসবিএন ৯৭৮-১৪১৯১২৫০৯৬, page vi
43. James Hastings, গুগল বইয়ে *Encyclopaedia of Religion and Ethics* (<https://books.google.com/books?id=5D4TAAAYAAJ>), Vol. 7, Harvard Divinity School, TT Clark, pages 51-56
44. Laurie Patton (2004), *Veda and Upanishad*, in *The Hindu World* (Editors: Sushil Mittal and Gene Thursby), Routledge, আইএসবিএন ০-৪১৫২১৫২৭৭, page 38
45. Carl Olson (2007), *The Many Colors of Hinduism*, Rutgers University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৮১৩৫৪০৬৮৯, pages 13-14
46. Laurie Patton (1994), *Authority, Anxiety, and Canon: Essays in Vedic Interpretation*, State University of New York Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০৭৯১৪১৯৩৮০, page 57
47. Maurice Bloomfield, *The Atharvaveda* (<https://archive.org/stream/atharvaveda00bloouoft#page/n5/mode/2up>), Harvard University Press, pages 1-2
48. Frits Staal (2009), *Discovering the Vedas: Origins, Mantras, Rituals, Insights*, Penguin, আইএসবিএন ৯৭৮-০১৪৩০৯৯৮৬৪, pages 136-137
49. James Lochtefeld (2002), "Vedanga" in *The Illustrated Encyclopedia of Hinduism*, Vol. 1: A-M, Rosen Publishing, আইএসবিএন ০-৮২৩৯-২২৮৭-১, pages 744-745
50. Sures Chandra Banerji (১৯৮৯)। *A Companion to Sanskrit Literature* (<https://books.google.com/books?id=JkOAEdlSdUsC>)। Motilal Banarsidass। পৃষ্ঠা 323–324। আইএসবিএন 978-81-208-0063-2।
51. James Lochtefeld (2002), "Shiksha" in *The Illustrated Encyclopedia of Hinduism*, Vol. 2: N-Z, Rosen Publishing, আইএসবিএন ০-৮২৩৯-২২৮৭-১, page 629
52. W. J. Johnson (2009), *A Dictionary of Hinduism*, Oxford University Press, আইএসবিএন ৯৭৮-০১৯৮৬১০২৫০, Article on *Vyakarana*
53. Harold G. Coward 1990, পৃ. 105।
54. James Lochtefeld (2002), "Vyakarana" in *The Illustrated Encyclopedia of Hinduism*, Vol. 2: N-Z, Rosen Publishing, আইএসবিএন ০-৮২৩৯-২২৮৭-১, page 769
55. James Lochtefeld (2002), "Nirukta" in *The Illustrated Encyclopedia of Hinduism*, Vol. 2: N-Z, Rosen Publishing, আইএসবিএন ০-৮২৩৯-২২৮৭-১, page 476
56. মেমোরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার। ঋগ্বেদসংহিতা, ঋগ্বেদসংহিতা-পদপাঠ এবং ঋগ্বেদসংহিতাভাষ্য। রেফারেন্স N° 2006-58. ([https://en.unesco.org/sites/default/files/india\\_rigveda.pdf](https://en.unesco.org/sites/default/files/india_rigveda.pdf)) - [unesco.org/en](https://www.unesco.org/en) (<https://www.unesco.org/en>)
57. "UN boost for ancient Indian chants" ([http://news.bbc.co.uk/2/hi/south\\_asia/3480049.stm?fbclid=IwAR33d45Hax5yaUWH7QncFt\\_yUDjiFdBWcTLhWK---4kLcO3pYDdE9VOJx-0](http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3480049.stm?fbclid=IwAR33d45Hax5yaUWH7QncFt_yUDjiFdBWcTLhWK---4kLcO3pYDdE9VOJx-0)) (ইংরেজি ভাষায়)। ২০০৪-০২-২০। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০৯-২১।
58. *A History of Sanskrit Literature/Chapter 3* ([https://en.wikisource.org/wiki/A\\_History\\_of\\_Sanskrit\\_Literature/Chapter\\_3?fbclid=IwAR2fjegEoxY58B8q2iakoA615Jp9zfBZyrud9yC6owk\\_INhisyoJAEeAeRE8](https://en.wikisource.org/wiki/A_History_of_Sanskrit_Literature/Chapter_3?fbclid=IwAR2fjegEoxY58B8q2iakoA615Jp9zfBZyrud9yC6owk_INhisyoJAEeAeRE8)) - ARTHUR A. MACDONELL, M.A., Ph.D.
59. Arctic Home - বালগঙ্গাধর তিলক
60. The Orion - বালগঙ্গাধর তিলক
61. The Ideals of the East - কাকাসু ওকাকুরা
62. Rigvedic India - অরিনাশ চন্দ্র দাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৮
63. Swamy, Subramanian (২০০৬)। *Hindus Under Siege: The Way Out* (<https://books.google.com.bd/books?id=ww7OSD4nbcAC&pg=PA45&dq=hinduism+and+zoroastrianism&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj7hq2E-qnuAhXRxzgGHZTRCc0Q6AEwA3oECAQQAg#v=onepage&q=hinduism%20and%20zoroastrianism&f=false>) (ইংরেজি ভাষায়)। Har-Anand Publications। পৃষ্ঠা 45। আইএসবিএন 978-81-241-1207-6। সংগ্রহের তারিখ ২১ জানুয়ারি ২০২১।



64. Muesse, Mark W. (২০১১)। *The Hindu Traditions: A Concise Introduction* (<https://books.google.com.bd/books?id=VIQBfbwk7CwC&pg=PA30&dq=hinduism+and+zoroastrianism&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj7hq2E-qnuAhXRxzgGHZTRCc0Q6AEwAXoECAMQAg#v=onepage&q=hinduism%20and%20zoroastrianism&f=false>) (ইংরেজি ভাষায়)। Fortress Press। পৃষ্ঠা 30-38। আইএসবিএন 978-1-4514-1400-4। সংগ্রহের তারিখ ২১ জানুয়ারি ২০২১।

65. Griswold, H. D.; Griswold, Hervey De Witt (১৯৯৯)। *The Religion of the Rigveda* (<https://books.google.com.bd/books?id=Vhkt5K1fw2wC&pg=PA21&dq=dev+asura+arya+persian&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiUjUqj9KnuAhXGzDgGHZmJAFEQ6AEwAXoECAIQAg#v=onepage&q=dev%20asura%20arya%20persian&f=false>) (ইংরেজি ভাষায়)। Motilal Banarsidass Publishe। পৃষ্ঠা 1-21। আইএসবিএন 978-81-208-0745-7। সংগ্রহের তারিখ ২১ জানুয়ারি ২০২১।

## গ্রন্থপঞ্জি

- বেদের পরিচয় - ডঃ যোগীরাজ বসু (এম. এ. (ট্রিপল), পি.এইচ.ডি.; প্রদান অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর সংস্কৃত বিভাগ, গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়); প্রকাশক: ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়।

## টীকা

- Elisa Freschi (2012): The Vedas are not **deontic** authorities in absolute sense and may be disobeyed, but are recognized as an deontological **epistemic** authority by a Sonaton orthodox school;<sup>[২১]</sup> (Note: This differentiation between epistemic and deontic authority is true for all Indian religions)

## বহিঃসংযোগ

- বাংলাপিডিয়ায় *বেদ* (<http://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6>)
- অনলাইনে চার বেদ (<http://www.onlineved.com/>)

<sup>[১]</sup> '<https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=বেদ&oldid=6146026>' থেকে আনীত